শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

সেকায়েপ বার্তা

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

সংখ্যা-৯ | এপ্রিল-২০১৭

বিষয়বস্তু

- অতিরিক্ত ক্লাস টিচারদের বেসিক ট্রেনিং কোর্স
- হাইমচর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এসিটি শিক্ষকদের সফলতার চিত্র
- মনিটরিং ও ইভালুয়েশন উইং-এর সমন্বিত কর্মসূচি
- পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন কর্মশালা সম্পন্ন
- বিশ্ব ব্যাংক-এর সেকায়েপ বাস্তবায়ন সহযোগিতা মিশন পরিচালনা
- ক্যাশ কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বৃত্তি বিতরণ
- সেকায়েপ-এর মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

এসিটি ওরিয়েন্টেশনে প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, বিশেষ অতিথি শিক্ষা সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন ও মাউশি অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান এবং সভাপতিত্ব করছেন প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড. মাহামুদ-উল-হক

সম্পাদকীয়

'সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)' দরিদ্রমুখী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। সেকায়েপ ৬৪টি জেলার ২৫০টি উপজেলায় মোট ১২,১০০টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে প্রকল্পটি শেষ হবে। সরকার আগ্রহী দাতা সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রয়াস ও অর্থায়নে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে চিহ্নিত সেরা অনুশীলন এবং ফলপ্রসূ কার্যক্রমগুলো ২০১৮ সাল হতে খাতভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের বিভিন্ন বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থাসমূহ ছাড়াও সম্পৃক্ত হয়েছে সেকায়েপ, সেসিপ ও টিকিউআই-এর মত সফল প্রকল্পগুলি। এই প্রকল্পগুলির সফল কার্যক্রম একটি সমন্বিত কর্মসূচীর মাধ্যমে একীভূত হবে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা খাতভিত্তিক কর্মসূচিতে (SWAp)। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গঠনের জন্য বদ্ধপরিকর। সবার জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানো ও সর্বস্তরের যেমন: ধনী-গরীব, ছাত্র-ছাত্রী, গ্রামীণ-দুর্গম এলাকা ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি, ধরে রাখা এবং সর্বোপরি মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন-এর উদ্দেশ্যে প্রকল্পগুলি কাজ করে যাচ্ছে। প্রিয় পাঠক, আশা করা যাচ্ছে, ২০১৮-এর শুরু হতে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি চিহ্নিত সফল কার্যক্রমগুলি দেশব্যাপী সমন্বিত পন্থায় বাস্তবায়ন করবে। এই উদ্যোগ সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে যোগ করবে নতুন একটি মাত্রা। ফলে অর্জিত হবে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এর কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা 'সবার জন্য শিক্ষা' ও 'মানসম্পন্ন শিক্ষা।'

অতিরিক্ত ক্লাস টিচারদের বেসিক ট্রেনিং কোর্স

১৪-১৯ জানুয়ারি ২০১৭ হতে ৫টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ যথাক্রমে ফরিদপুর, খুলনা, যশোর, বরিশাল ও রংপুর-এ ১ম ব্যাচ এবং ৪-৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ হতে যথাক্রমে ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও রংপুর-এ ২য় ব্যাচে ৬ দিন ব্যাপী বেসিক ট্রেনিং শেষ হয়েছে। এই পর্যন্ত ১২০০ জন অতিরিক্ত ক্লাস টিচার ৬ দিনব্যাপী বেসিক ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। পর্যায়ক্রমে সকল অতিরিক্ত ক্লাস টিচারগণ বেসিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। এই প্রশিক্ষণের ফলে এসিটিগণ পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুত, শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষণ-শিখন মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে ও প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। এতে সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের অভিজ্ঞ ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রশিক্ষকগণ আলোচনায় অংশ নেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ এবং সেকায়েপ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ কোর্স নিয়মিত মনিটরিং করেন।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অনুষ্ঠিত এসিটিগণের ৬ দিনব্যাপী বেসিক ট্রেনিং-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড.

৬ দিনব্যাপী বেসিক ট্রেনিং-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারি এসিটিগণ

মাহামুদ-উল-হক এবং সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মমতাজ শাহানারা, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, টিটিসি, ঢাকা। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, 'এসিটি কর্মসূচি সেকায়েপ প্রবর্তিত একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। দাতা সংস্থার অব্যাহত সহযোগিতায় ও মাউশি অধিদপ্তরসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে। ইতোমধ্যে কঠিন বিষয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের অহেতুক ভীতি দূরসহ গুণগত শিক্ষার বিস্তারে ও শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষিত এসিটিগণ ক্রমস্পষ্ট ভেদরেখা টানতে সক্ষম হচ্ছেন। চাহিদার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে তাঁদের জন্য আরো উন্নত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।'

৬ দিনব্যাপী বেসিক ট্রেনিং-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড. মাহামুদ-উল-হক এবং সভাপতি প্রফেসর মমতাজ শাহানারা, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, টিটিসি, ঢাকা।

হাইমচর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এসিটি শিক্ষকদের সফলতার চিত্র

মোঃ শাহ এমরান, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে হাইমচর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৪ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি জানান: বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষক ছিল মাত্র দুইজন এবং খন্ডকালীন দুইজন। বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আঞ্চলিক অফিসে বার বার লিখেও কোন ফল না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বর ২০১৫ এর ২৮ তারিখে সেকায়েপ প্রদত্ত বিজ্ঞান এবং ইংরেজির দুইজন শিক্ষক যোগদান করায় বিদ্যালয়টি চালিয়ে নেয়ার উপায় খুঁজে পান। গণিতের শিক্ষক যোগদান না করায় বিষয়টি সেকায়েপ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে ২০১৬ সালের এপ্রিলের ২ তারিখে গণিতের শিক্ষক সালমান সিদ্দিকী যোগদান করে। আবার মার্চে বিজ্ঞানের শিক্ষক ইসমত জাহানের বিসিএস হয়ে যাওয়ায় পদটি শূন্য হলে আগস্ট ২০১৬ এর ১১ তারিখে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম যোগদান করেন। মূলতঃ সেকায়েপ নিয়োগকৃত শিক্ষক দ্বারাই স্কুলটি পরিচালিত হচ্ছে। সেকায়েপ-এর অতিরিক্ত শিক্ষকগণের আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও নিয়মানুবর্তিতার কারণে বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম সুচারু এবং সফলভাবে চালিয়ে নেয়া যাচ্ছে।

হাইমচর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ শাহ এমরান ও এসিটিগণ

কর্মরত এসিটিগণ বলেন: নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে যোগদান করার পর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা এবং সহযোগিতা আমাদের মুগ্ধ করে। আমাদের কখনও মনে হয়নি আমরা এসিটি শিক্ষক। বিদ্যালয়ের পরিবেশ অত্যন্ত শিক্ষন বান্ধব মনে হয়েছে। শিক্ষার্থীরাও শিখনের ক্ষেত্রে বেশ আন্তরিক। শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের অনুকূল পরিবেশ পেয়ে আমরা নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়েছি। পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় বেশ সফলতা পেয়েছি। শ্রেণিতে দুর্বল শিক্ষার্থীদের আলাদা ক্লাসের ব্যবস্থা করে পরীক্ষায় অকৃতকার্যের হার প্রায় শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি।

শিক্ষার্থীরা বলেন: মূলতঃ এসিটি শিক্ষকগণের আন্তরিকতা এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের যথাযথ নেতৃত্বে আমরা শিক্ষক শূন্যতা অনুভব করিনি। এসিটি শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকগণ আমাদের শ্রেণির কাজ শ্রেণিতেই আদায় করার চেষ্টা করেন। সময়মত শ্রেণিতে আসেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শ্রেণি কার্যক্রম শেষ করেন। শিক্ষকগণ আমাদের সাথে বন্ধুসূলভ আচরণ করেন এবং দুর্বোধ্য কোন বিষয় উপস্থাপন হলে এড়িয়ে না গিয়ে, ধমক না দিয়ে, বরং বিষয়টি আমাদের মাঝে উদাহরণ ও বাস্তব ঘটনার আলোকে সমাধান করে দেন। তাঁরা শিক্ষা উপকরণ এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এতে পাঠের বিষয়বস্তু আমাদের নিকট সহজবোধ্য এবং প্রাণবন্ত হয়। আমরা আমাদের শিক্ষকগণের কর্মকাণ্ডে খুবই খুশী। তাই আমরা নিয়মিত স্কুলমুখী হয়েছি।

এসিটি ওরিয়েন্টেশনে প্রধান অতিথি মোঃ মহিউদ্দীন খান, অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বিশেষ অতিথি প্রফেসর মোহাম্মদ শামছুল হুদা পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) মাউশি অধিদপ্তর এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড. মাহামুদ-উল-হক

মনিটরিং ও ইভালুয়েশন উইং-এর সমন্বিত কর্মসূচি

২০০৮ সালে সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় মনিটরিং ও ইভালুয়েশন উইং নামে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-এর অধীনে একটি নতুন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরু থেকে সেকায়েপ প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করার পাশাপাশি মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল প্রকল্পের মনিটরিং পরিচালনা ও নিয়মিত রিপোর্ট করে আসছে এই ইউনিট। এছাড়াও অত্যন্ত সফলতার সাথে ৩ বার শিক্ষণ-শিখন মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে। এ সকল কার্যক্রম সম্পাদনের ফলে মনিটরিং ও ইভালুয়েশন উইং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে পড়েছে। ফলে ২০১৮-এর প্রারম্ভে উইংটি রাজস্ব বাজেটে একীভূত হবে। এর প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একাধিক সভার মাধ্যমে মাউশি অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমের ওপর সমন্বিত মনিটরিং-এর কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। কৌশলপত্র অনুযায়ী নিম্নের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

জিওবি খাতের কার্যক্রমসমূহ:

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন সহায়তা
- মাউশি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম
- সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব

উন্নয়ন খাতের আওতায় কার্যক্রমসমূহঃ

- দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও সহায়তা
- বিদ্যালয়হীন এলাকায় নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো এবং গুণগত মান
- আইসিটি শিক্ষা কার্যক্রম
- পিছিয়ে পড়া বিদ্যালয়ে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাস।

উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ২ ধরনের ইন্ডিকেটর প্রস্তুত করা হয়েছে, যথাঃ ইনপুট ইন্ডিকেটর ও আউটপুট ইন্ডিকেটর। খসড়া সাব-ইন্ডিকেটরসমূহ গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালায় উপস্থাপন ও চূড়ান্ত করা হয়েছে।

'পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রূপরেখাঃ অর্জন ও লব্ধ অভিজ্ঞতা কর্মশালা'য় প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, বিশেষ অতিথি শিক্ষা সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন, মাউশি অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, মোঃ আলমগীর, অতিরিক্ত সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রফেসর ড. সেলিম মিয়া, পরিচালক মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন উইং ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

শীঘ্রই মনিটরিং টুলসও প্রস্তুত সম্পন্ন হবে। তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে ওয়েব বেইজড ডাটা ম্যানেজমেন্ট-এর মাধ্যমে। মনিটরিং ও ইভালুয়েশন উইং-এর সমন্বিত পরিবীক্ষণ কর্মসূচি মাধ্যমিক শিক্ষার আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান এবং সর্বস্তরের অংশীজনদের কৃতিত্ব পর্যালোচনার টুলস্ হবে।

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন কর্মশালা সম্পন্ন

গত জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ১৭৭টি উপজেলায় পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। কর্মশালাগুলোতে ৮১২২টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও সংগঠক উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা প্রশাসন ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আয়োজিত এ সকল সভায় সেকায়েপ-এর বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এর কর্মকতাবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেছেন। মাউশির মহাপরিচালক, সেকায়েপ প্রকল্প পরিচালক, এমইডব্লিউর পরিচালকও সভায় অংশ গ্রহণ করেন।

১৪ জানুয়ারি ২০১৭ সাভার ঢাকায় আয়োজিত বার্ষিক কর্মসূচি মূল্যায়ন কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জমান মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মঞ্চে উপস্থিত আছেন সেকায়েপ-এর অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক মু. আঃ হামিদ জমাদ্দার এবং মোঃ শরিফ মাসুদ কো-টিম লিডার, পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। উক্ত কর্মশালা সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সাভার, ঢাকা।

বিশ্ব ব্যাংক-এর সেকায়েপ বাস্তবায়ন সহযোগিতা মিশন পরিচালনা

সেকায়েপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শনের জন্য গত ১৫-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সময়কালে বিশ্ব ব্যাংক মিশন বাংলাদেশ সফর করে। সহযোগিতা মিশনের নেতৃত্ব দেন ড. দিলীপ পারাজুলি। মাধ্যমিক শিক্ষায় সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনে অনুরূপ সকল প্রকল্পকে একই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার জন্য মিশন কাজ করে। মিশন এ বিষয়ে বিভিন্ন সভা ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া মিশন বিগত ৬ মাসের সেকায়েপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও পরবর্তী ষান্মাসিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে। সফরকালে ১৬ সদস্যের মিশন সেকায়েপ, মাউশি, ইআরডি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হয়।

বিশ্ব ব্যাংক মিশন সদস্যগণ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এসিটি ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

ক্যাশ কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বৃত্তি বিতরণঃ

ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ কার্ড-এর মাধ্যমে পিএমটি বৃত্তি বিতরণ সেকায়েপ প্রকল্পের একটি নতুন সংযোজন। এজন্য সেকায়েপ ও অগ্রণী ব্যাংক লিঃ-এর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। চুক্তিমতে প্রকল্পভুক্ত ২৫০টি উপজেলার মধ্যে ৪০টি উপজেলায় পাইলটিং ভিত্তিতে পিএমটি বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫ প্রান্তিকে ২,৩৯,৩৬৬ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৬ প্রান্তিকে ১,৬৫,৩৩৪ জন শিক্ষার্থী মোট ২০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ক্যাশ কার্ড-এর মাধ্যমে বৃত্তি গ্রহণ করেছে। সেকায়েপ, অগ্রণী ব্যাংক ও ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ মোবাইল ব্যাংকিং প্রবর্তনের জন্য পৃথক একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করেছে। চুক্তি অনুযায়ী ২১৫টি উপজেলায় জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৬ প্রান্তিকের ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ১২,০২,৭৫৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১,০৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং ও ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ কার্ডে বৃত্তি প্রদানের ফলে-

- বৃত্তি বিতরণ প্রক্রিয়া আরো সহজ হবে ও দ্রুত করা যাবে
- কোন মধ্যস্থতাকারি ছাড়াই সরাসরি শিক্ষার্থীদের হাতে টাকা পৌছাবে
- শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হবে
- ছোট বেলা থেকে শিক্ষার্থীরা ব্যাংক কার্যক্রমে জড়িত হবে
- সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রক্রিয়া আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

পিএমটিভুক্ত শিক্ষার্থীদের ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের খসড়া তালিকা প্রস্তুত

প্রক্সি মিনস টেস্টিং বা পিএমটি হচ্ছে পরিবারভিত্তিক দরিদ্র চিহ্নিতকরণ/সনাক্তকরণ পদ্ধতি। এর উদ্দেশ্য হলো সর্বাধিক সংখ্যক দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের সেকায়েপ প্রবর্তিত বৃত্তি ও টিউশন সুবিধার আওতায়

আনা। এ পদ্ধতিতে পরিবারভিত্তিক এক সেট পরিবর্তনশীল চলকের মাধ্যমে স্ব-প্রতিবেদিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক আবেদনকারির জন্য সুবিধাভোগীর যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। সুবিধাভোগীর যোগ্যতা নির্ণয়ের ভিত্তিতে ক্রমানুসারে আবেদনকারিদের তালিকাভুক্ত করা হয়। এ বছর ৯,২৯,৩২১ জন পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ২০১৭ সালের বৃত্তির জন্য আবেদন করে। আবেদনকারীদের মধ্যে পিএমটি পদ্ধতিতে বৃত্তির জন্য যোগ্য হয়েছে ৪,৬০,৭৬৭ জন শিক্ষার্থী। যা মোট আবেদনকারীর ৪৯.৫৮%। বর্তমানে খসড়া তালিকার বিপরীতে আপিল প্রক্রিয়া চলছে।

সেকায়েপ ও বাস্তবায়ন সহযোগীদের থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইন শিক্ষা সফর সম্পন্ন

সেকায়েপ-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সাব-কম্পোনেন্ট হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন। প্রকল্প কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির অপরিহার্য অংশ। এই সাব-কম্পোনেন্ট-এর প্রধান কাজ হচ্ছে সেবা প্রদানকারি হিসেবে কেন্দ্রিয় পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশি অধিদপ্তর, সেকায়েপ ও এমইডাব্লিউ এবং স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা শিক্ষা অফিস ও কমিউনিটির বাস্তবায়ন সক্ষমতা বাড়ানো। মূলতঃ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বাস্তবায়ন সংস্থার কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন সহযোগী বিশেষ করে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, এসএমসি/এমএমসি, পিটিএ, প্রতিষ্ঠান প্রধান-এর অংশগ্রহণ ও বাস্তবায়ন সামর্থ্য শক্তিশালী করার জন্য দেশ বিদেশে একান্ত নিবদ্ধ প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর ইত্যাদি আয়োজন করা এই সাব-কম্পোনেন্ট-এর প্রধান কাজ।

ফিলিপাইন শিক্ষা সফর দলের প্রতিনিধিগণ

গত ১০-১৯ জানুয়ারি ও ২০-২৯ জানুয়ারি ২০১৭ সময়কালে সেকায়েপ কর্মকর্তাগণ ও বাস্তবায়ন সহযোগীদের দু'টি দল যুগপৎভাবে থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইন-এ শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করে।

থাইল্যান্ড শিক্ষা সফর দলের প্রতিনিধিগণ

থাইল্যান্ড দলে ২৬ জন এবং ফিলিপাইন দলে ২০ জন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এবারের শিক্ষা সফর দলে ৪ জন মাননীয় সংসদ সদস্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২ জন, মাউশি অধিদপ্তরের ১ জন, সেকায়েপ-এর ১৩ জন এবং মাঠ পর্যায় থেকে ৩ জন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ১৫ জন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও ৮ জন প্রতিষ্ঠান প্রধান অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধি দল দুটি দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বিভাগ, খ্যাতনামা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করে।

শিক্ষা সফর অভিজ্ঞতা বিনিময় সেমিনারে প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, বিশেষ অতিথি শিক্ষা সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন, মাউশি অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, মাননীয় সংসদ সদস্য নাটোর-৪, মোঃ সেলিম উদ্দীন তালুকদার, মাননীয় সংসদ সদস্য নওগাঁ-৩, গোলাম মোস্তফা, মাননীয় সংসদ সদস্য নীলফামারি-৩ ও মোঃ মামুনুর রশিদ, মাননীয় সংসদ সদস্য জামালপুর-৪ এবং সভাপতি প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড. মাহামুদ-উল-হক

সেকায়েপ-এর মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি:

- উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে ৫,৬৫,০২৫ জন শিক্ষার্থীকে;
- পিএমটি এসএসসি/সমমান উদ্দীপনা পুরস্কার পেয়েছে ৫,০৩,৬৩৭ জন শিক্ষার্থী;
- প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দীপনা পুরস্কার দেয়া হয়েছে ৮,৮০৯টি প্রতিষ্ঠানকে;
- পিএমটি বৃত্তি ও টিউশন সুবিধা পেয়েছে ৯৮,৬০,৯৫৫ জন শিক্ষার্থী;
- এসিটি ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে নিয়োগ পেয়েছে ৮,৭৬১ জন;
- অতিরিক্ত ক্লাস গ্রহণ করা হয়েছে ৮,২৫,৫৮২ টি;
- বই পড়া কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৮২,৫৭,৩৩৬ জন শিক্ষার্থী;
- প্রোগ্রাম বই বিতরণ করা হয়েছে ৩৫,৬৩,৩৫৬ টি;
- পুরস্কারের বই বিতরণ করা হয়েছে ৩০,৫৭,২১৬ টি;
- প্রতিষ্ঠান আইএসএফ সুবিধা পেয়েছে ১০,৭৭৫ টি;
- আইসিটি অনুদান প্রদান করা হয়েছে ৬,৩৩৪ টি প্রতিষ্ঠানকে;
- সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান প্রদান করা হয়েছে ১০,৪৭৯ টি প্রতিষ্ঠানকে;
- ইএসিএম অনুদান প্রদান করা হয়েছে ১০,৪৭৯ টি প্রতিষ্ঠানকে।

সম্পাদকমন্ডলী:

- ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক
  অতিরিক্ত-সচিব ও প্রকল্প পরিচালক, সেকায়েপ
- ওয়ালিউল ইসলাম, পরামর্শক, সেকায়েপ
- মু. আঃ হামিদ জমাদ্দার, অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক, সেকায়েপ
- মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-প্রকল্প পরিচালক (এডমিন), সেকায়েপ
- নুরুল হক অসীম, জুনিয়র কনসালটেন্ট, সেকায়েপ
- মোঃ দুলাল হোসেন, জুনিয়র কনসালটেন্ট, সেকায়েপ

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.seqaep.gov.bd